বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

২নং অরফ্যানেজ রোড, বখশি বাজার, ঢাকা-১২১১
Website: www.bmeb.gov.bd, **E-mail:** info@bmeb.gov.bd

নং-বামাশিবো/প্রশা/২৩৩২৫১০০৩৩৪১/বরগুনা-১২২/২৮৩

তারিখ: ২৪ পৌষ ১৪৩২ / ০৮ জানুয়ারী ২০২৬

বিষয় : অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত পূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলাধীন কালীবাড়ি কে.ডি.এস দাখিল মাদ্রাসার অবৈধ নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ ও ম্যানেজিং কমিটি বাতিলের জন্য জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম আসাদুজ্জামান অভিযোগ দাখিল করেছেন (কপি সংযুক্ত)।

এমতাবস্থায় অভিযোগ সংক্রান্ত সার্বিক বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক সুস্পষ্ট মতামতসহ নিম্ন স্বাক্ষরকারী বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক ০২ (দুই) পাতা।

৮.১.২৬

প্রফেসর ছালেহ আহমাদ
রেজিস্ট্রার
ফোন: ৯৬১২৮৫৮
ই-মেইল: registrar@bmeb.gov.bd

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
পাথরঘাটা, বরগুনা।

নং-বামাশিবো/প্রশা/২৩৩২৫১০০৩৩৪১/বরগুনা-১২২/ তারিখ: ২৪ পৌষ ১৪৩২ / ০৮ জানুয়ারী ২০২৬

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. জেলা প্রশাসক, বরগুনা;
২. জেলা শিক্ষা অফিসার, বরগুনা;
৩. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, পাথরঘাটা, বরগুনা;
৪. সুপার/ভারপ্রাপ্ত সুপার, কে.ডি.এস দাখিল মাদ্রাসা, ডাকঘর-আজিজাবাদ, পাথরঘাটা, বরগুনা;
৫. জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম আসাদুজ্জামান(অভিযোগকারী), কে.ডি.এস দাখিল মাদ্রাসা, ডাকঘর-আজিজাবাদ, পাথরঘাটা, বরগুনা;
৬. পি ও টু চেয়ারম্যান/ পি এ টু রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
৭. আইন সেল, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
৮. অফিস কপি।

মোঃ আব্দুর রশিদ
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)
ফোন: ৯৬৭৪৮৭৪
ই-মেইল: dradmin@bmeb.gov.bd

বরাবর,

চেয়ারম্যান মহোদয়
মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড,
বকশি বাজার, ঢাকা।

বিষয় ঃ বরগুনা জেলাধীন কালিবাড়ী কেডিএস দাখিল মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত সুপার জনাব আবু জাফর মোঃ ছালেহ ও একই মাদ্রাসার অবসরপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষক মোঃ দেলোয়ার হোসেন কর্তৃক অবৈধ ভাবে আয়া ও নিরাপত্তাকর্মী নিয়োগদানের অপচেষ্টা প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

যথাবিহীত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলাধীন কালিবাড়ী গ্রামে কালিবাড়ী কেডিএস দাখিল মাদ্রাসা, যাহার মাদ্রাসা কোড নং ১৭৪০৭, ইআইআইএন-১০০০৩৩৪। উক্ত মাদ্রাসার বিগত ২৫/০৫/২০২২ খ্রিঃ তারিখে ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হয় এবং অনুমোদিত হয়। উক্ত কমিটি মাদ্রাসার সুপার এর শূণ্যপদেসহ আয়া ও নিরাপত্তাকর্মী পদে নিয়োগের জন্য কমিটির সিদ্ধান্ত ক্রমে ১৬/০২/২০২২ খ্রিঃ তারিখ জাতীয় দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। উক্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে ভুল হলে পুনরায় ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্ত মতে ৩০/০৬/২০২২ খ্রিঃ তারিখ জাতীয় দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা করে এবং বিধান অনুযায়ী নিয়োগ বোর্ড গঠনসহ ডিজির প্রতিনিধি নিয়োগ ও নির্ধারিত নিয়োগের তারিখ প্রকাশ করলে উক্ত মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত সুপার আবু জাফর মোঃ ছালেহ নিজে সুপার হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্তির লোভে তৎকালীন সভাপতিকে বিল ভাউচারের প্রলোভন দেখাইয়া আমিরুল ইসলাম (অভিভাবক সদস্য), রেবা বেগম (অভিভাবক সদস্য), মোঃ আনোয়ার হোসেন (সাধারণ শিক্ষক সদস্য) দেরকে ভুল বুঝাইয়া সাদা রেজুলেশন বহিতে স্বাক্ষর নিয়া কুটকৌশলে ১৬/০২/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে উক্ত দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় পুনরায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। ভারপ্রাপ্ত সুপার আবু জাফর মোঃ ছালেহ নিজে সুপার হিসাবে নিয়োগ পাওয়ার জন্য তৎকালীন সভাপতির সাথে যোগসাযোসে অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক মোঃ দেলোয়ার হোসেনকে ভারপ্রাপ্ত সুপার এর দায়িত্ব অর্পন করিয়া নিজে সুপার পদে নিয়োগ পাওয়ার জন্য আবেদন করে এবং সম্পুর্নরূপে একটি যোগায়োগী নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্নের অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকে এবং আর্থিক আয়া ও নিরাপত্তাকর্মীপদে নিয়োগের জন্য নিয়া নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পাদনের অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকেন। উক্ত বিষয়ে ম্যানেজিং কমিটির সদস্যগন অবগত হইলে উক্ত ঘটনার প্রতিবাদ জানায় এবং ০৮/০৩/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে ম্যানেজিং কমিটির সভা আহবান করিলে উক্ত সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগন উপস্থিত হইলে উক্ত মিটিং এ কোরাম সংকটে মুলতী না করে ১১ জন সদস্যের মধ্যে ৪ জনের উপস্থিতিতে মিটিং কার্য পরিচালনা করেন। উক্ত মিটিং এ ভারপ্রাপ্ত সুপার অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক মোঃ দেলোয়ার হোসেন নামে একজন শিক্ষককে ভারপ্রাপ্ত সুপার ও সদস্য সচীব নির্বাচন করেন। যাহা সম্পূর্ন অবৈধ এবং বিধি বহির্ভূত। ১৬/০২/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে পুনঃ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আবেদনকারীদের যাচাই বাছাই করার জন্য একটি বোর্ড গঠন করেন। যেখানে ১। গোলাম নাসির, আহবায়ক, ২। মোঃ আবু হাসান, সাধারন শিক্ষক সদস্য, ৩। সুপার ভার প্রাপ্ত, সদস্য সচিব নির্ধারন করিয়া রেজুলেশন সম্পন্ন করেন। যাহা সম্পর্কে ম্যানেজিং কমিটির সদস্যগন অবগত ছিলেন না। উক্ত বিষয়ে সভাপতি আর্থিক ভাবে লাভবান হইয়া অবৈধ বে-আইনী সিদ্ধান্ত নিয়া গোপন রাখেন। উক্ত ম্যানেজিং কমিটির ০৮ জন সদস্য একত্রিত হইয়া রেজুলেশন বহি দেখতে চাইলে ভারপ্রাপ্ত সুপার সভাপরিত অনুমতি নাই বলিয়া রেজুলেশন দেখাইতে অস্বীকার করেন। উক্ত সভাপতি ও কারসাজি মূলক ভাবে ভারপ্রাপ্ত সুপারের দায়িত্ব অর্পণ করা ব্যক্তি মোঃ দেলোয়ার হোসেন ০১/০৯/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ ৬০ বছর অতিক্রম হওয়ায় তিনি অবসর গ্রহন করেন এবং তার অবসরের কারনে শূণ্য পদে ঝন্টু চন্দ্র ঢালী নিয়োগ প্রাপ্ত হন এবং কর্মরত আছেন। কিন্তু উক্ত দেলোয়ার হোসেন অবসর গ্রহন করার পরও গত ফেব্রুয়ারী/২০২৫ মাস পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত সুপারের সহযোগিতায় বেতন ভাতা উত্তোলন করেন এবং পুনরায় অপসন গ্রহন করেন। উক্ত মোঃ দেলোয়ার হোসেন অবসর প্রাপ্ত হইলেও বর্তমান ভারপ্রাপ্ত সুপার আবু জাফর মোঃ ছালেহ ও তৎকালীন সভাপতির অনুগত বিধায় তাহাকে ভারপ্রাপ্ত সুপার ও সদস্য সচীব নিয়োগ দেওয়ায় ম্যানেজিং কমিটির ০৮ জন সদস্য একমত হইয়া জরুরী মিটিং প্রকাশ করিয়া মাদ্রাসার সভাপতি আলহাজ্ব গোলাম নাসির সাহেবকে অপসারণের জন্য রেজুলেশনের মাধ্যমে অনাস্থাপ্রদান করে অপসারণ করা হয় এবং উক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা ইং ০৮/০৩/২০২৩ তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাতিলের জন্য বিজ্ঞ আদালতে দেং মোং নং ৪৬/২০২৩ দায়ের করা হয়। ফলে উক্ত তৎকালীন সভাপতি গোলাম নাসির উদ্দিন, বর্তমান ভারপ্রাপ্ত সুপার মোঃ আবু জাফর ছালেহ ও উল্লিখিত শিক্ষক মোঃ দেলোয়ার হোসেন আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে আয়া ও নিরাপত্তকর্মী পদে নিয়োগে ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে সুপার পদে নিয়োগ এনটিআরসিএর অধীনে চলে যাওয়ায় আবু জাফর মোঃ ছালেহ নিজে যোগাযোগীভাবে সুপার পদে নিয়োগ নিতে না পারিলেও আয়া এবং নিরাপত্তা কর্মী পদে প্রতিটি পদে ৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ) টাকার বিনিময়ে নিয়োগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি যোগাযোগী (পাতানো) নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পাদনের অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। এদের মধ্যে আয়া পদে তাহাদের নির্ধারিত লোক একই মাদ্রসার নৈশ প্রহরী মোঃ বাবুল এর কন্যা মোসাঃ সারিনা আক্তার। আমি উক্ত মাদরাসার একজন দাতা সদস্য। উক্ত আবু জাফর মোঃ ছালেহ ম্যানেজিং কমিটি গঠনের জন্য শত্রুতা মূলক ভাবে আমার মনোনয়ন বাতিল করিলে এবং ম্যানিজং কমিটি নির্বাচনে অবৈধ ভোটার অন্তভুক্ত করলে মোকাম পাথরঘাটা সহকারী

চলমান পাতা- ০২

জজ আদালত, বরগুনায় দেং মোং নং ৬৪/২০২৪ দায়ের করি। উক্ত মামলায় বাদী প্রতিকার চাইলে বিবাদীকে প্রতিকার দিয়ে একটি তর্কিত আদেশ প্রদান করিলে আমি ক্ষুদ্ধ হইয়া উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে রিভিশন মামলা নং ০৯/২০২৪ দায়ের করি। উক্ত মামলাটি বর্তমানে চলমান আছে। পরবর্তীতে সরকারী অধ্যাদেশের মাধ্যমে ম্যানেজিং কমিটি ভেঙ্গে দিলে এড হক কমিটি গঠন করা হয়। ভারপ্রাপ্ত সুপার কূটকৌশল অবলম্বন করে তার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য পূর্বোক্ত অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক মোঃ দেলোয়ার হোসেনকেই এডহক কমিটির আহবায়ক করে এবং মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি তাহাদের নিজেদের অনুগত লোকদ্বারা গঠনের উদ্দেশ্যে যোগাযোগী মতে ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচন সম্পন্নের জন্য গোপনে একটি ভোটার তালিকা প্রনয়ন করে এবং চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুত করে (ভোটার তালিকা সংযুক্ত)। ভোটার তালিকার ০৪, ০৬, ০৮, ০৯, ১০ ও ১১ নং ক্রমিকের ব্যক্তিদের ভোটার হওয়ার কোন বৈধতা নাই তাহারা ইতোপুর্বে ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচনে অংশগ্রহনের জন্য মাদ্রাসার নামে জমি রেজিস্ট্রী দিয়া দাতা সদস্য সাজিয়াছে। আমি উক্ত চূড়ান্ত ভোটার তালিকার কথা জানিতে পারিয়া বৈধ ভোটারদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ও অবৈধ ভোটারদের বাদ দিয়া ভোটার ভতালিকা প্রস্তুতের জন্য ভারপ্রাপ্ত সুপার বরাবরে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করি। ডিসেম্বর মাসে আদালতের কার্যক্রম বন্ধ থাকে বিধায় উক্ত ভারপ্রাপ্ত সুপার আবু জাফর মোঃ সালেহ ও অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক মোঃ দেলোয়ার হোসেন সেই সুযোগকে কাজে লাগাইয়া যাহাতে তাহাদের অবৈধ নিয়োগ প্রক্রিয়া বিজ্ঞ আদালতের হস্তক্ষেপে পন্ড না হয় সেই জন্য আদালত বন্ধ থাকার সময়ে যাহাতে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে গোপনে উক্ত মোঃ দেলোয়ার হোসেন নিজে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হইয়া ও তাহাদের অনুগত লোকদের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য করিয়া একটি ম্যানেজিং কমিটি গঠন করিয়া গোপন রাখে এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে প্রেরণ করে। অতঃপর উক্ত ভারপ্রাপ্ত সুপার ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মোঃ দেলোয়ার হোসেন গত তারিখ ২৭/১০/২০২৫ তারিখ জাতীয় দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকায় ও জাতীয় দৈনিক সৈকত সংবাদ পত্রিকায় আয়া ও নিরাপত্তাকর্মী পদে পুনরায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এবং সংবাদপত্রের লোকজনের সাথে আতাতে উক্ত পত্রিকাটি এই এলাকায় ঐ তারিখে বিলি না করিয়া নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি গোপন রাখে এবং তাহারা যে লোকদের নিকট হইতে নিয়োগ দেওয়ার জন্য টাকা নিয়াছে তাহাদের দ্বারা আবেদন করায় এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্নের জন্য তাহাদের অনুগত আরও লোকজন দ্বারা (ডামি প্রার্থী) আবেদন করায়। পররর্তীতে বিশস্ত সূত্রে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমেরকর্মীরা উক্ত নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিষয় জানিতে পারিয়া উক্ত আবু জাফর মোঃ সালেহকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে সে নিয়োগ প্রক্রিয়ার কথা স্বীকার করে এবং নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির কপি, ম্যানেজিং কমিটির কপি সহ অন্যান্য কাগজপত্রের কপি সরবরাহ করিলে আমি নিয়োগের বিষয় জানিতে পারি। এমতাবস্থায় উক্ত আবু জাফর মোঃ সালেহ ও মোঃ দেলোয়ার হোসেন কর্তৃক যোগাযোগী মতে গঠিত ম্যানেজিং কমিটি বাতিল এবং তাহারা যাহাতে উক্ত অবৈধ নিয়োগ সম্পন্ন করিতে না পারে তাহার জন্য মহোদয় সমীপে অত্র দরখাস্ত খানা দাখিল করিলাম। অত্র সাথে সংশিষ্ট কাগজপত্রের কপি সংযুক্ত করা হইল।

অতএব, মহোদয়ের নিকট আকুল আবেদন আমার অত্র দরখাস্ত খানা আমলে নিয়া ম্যানেজিং কমিটি বাতিল এবং উক্ত যোগাযোগী ও অবৈধ নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধের বিহীত ব্যবস্থা গ্রহনে আপনার একান্ত মর্জি হয়।

বিনীত নিবেদক

তারিখঃ ১৪/১১/২০২৫

(মোঃ তরিকুল ইসলাম আসাদুজ্জামান)
জমি দাতা
কালিবাড়ী কেডিএস দাখিল মাদরাসা
পাথরঘাটা, বরগুনা।

০১৭২২২৭৪৫৮৭